৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা মহোদয়ের ভাষণ
১৫ আগষ্ট,২০২৫
আসাম রাইফেলস ময়দান, আগরতলা

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী,
নমস্কার, খুলুমখা

- ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবসের এই পূণ্য লগ্নে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

- দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

- আমরা স্মরণ করছি,সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টাদের যাঁরা আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

- আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি,ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের যারা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দমনে সাফল্যের সঙ্গে **‘অপারেশন সিঁদুর’** পরিচালনা করেছেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাফল্যের সঙ্গে এই অভিযান এবং পাকিস্তানি হামলার যোগ্য জবাব যেভাবে সেনাবাহিনী দিয়েছে তাতে ভারতের বীর পরাক্রমকেই সূচিত করেছে ।

- সীমান্তরক্ষী বাহিনীসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকলস্তরের অফিসার এবং কর্মীদের যারা অকুতোভয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সীমানায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছেন এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

- আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী।

- 'আত্মনির্ভর ভারত' শুধু স্লোগান নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সংকল্প।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদিজী বলেছেন,'**আত্মনির্ভর ভারত'** শুধু সরকারি কার্যক্রম নয়, এটি হচ্ছে **জন আন্দোলন ।**

- স্বদেশী ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে হবে ।

- প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ, গবেষণা এবং উৎপাদনে স্বদেশী চিন্তা-ভাবনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যেও **'ভোকাল ফর লোকাল'** মন্ত্রকে পাথেয় করে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

- আমাদের দেশীয় পণ্য-সামগ্রীগুলি যাতে বিশ্বের বাজারে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে তার জন্য উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণগতমান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক ।

প্রযুক্তি নির্ভর আত্মনির্ভরশীল ভারত ঃ

- আমাদের অগ্রাধিকার প্রযুক্তিনির্ভর আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ে তোলা। এখন সময় এসেছে, দেশের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া।

- Artificial Intelligence, Space Exploration, Biotechnology এবং Renewable Energy, এর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের প্রথম সারিতে এগিয়ে যেতে হবে।

- এর জন্য আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রে , **'জয় জওয়ান, জয় কিষান, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান'**- কে যুক্ত করেছি ।

- প্রতিটি বাড়ি, দোকান, কারখানা, খামার, এবং পরীক্ষাগারেই আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে ।

- এটি তখনই সম্ভব যখন প্রতিটি নাগরিক ভারতীয় স্বদেশী পণ্য সামগ্রী কেনাকে দেশপ্রেম হিসেবে গণ্য করবে।

- দেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে যখন প্রতিটি নাগরিক নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করার সংকল্প গ্রহণ করবে ।

- আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরাও আমাদের রাজ্যকে **'আত্মনির্ভরশীল ত্রিপুরা'** হিসাবে গড়ে তুলতে চাই ।

- সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রীকে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছি ।

- রাজ্যের উৎপাদিত আনারস, জনজাতিদের রিসা, মাতাবাড়ির পেঁড়া দেশ বিদেশে সমাদৃত ও স্বীকৃতি পেয়েছে ।

- গত ৭ বছরে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা নিরলস পরিশ্রম করেছি। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ছাড়াও অনেক বাধা অতিক্রম করেছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর আহ্বানে এবছরও সারা দেশের সাথে রাজ্যে **'হর ঘর তিরঙ্গা'** কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদায় এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দিত করছি।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আজ আমরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

- আমাদের সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জনজাতিদের বিকাশ, মহিলা ক্ষমতায়ন, সামাজিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে ।

- এগিয়ে চলার এই অভিমুখ আমাদের সুশাসনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

- ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তার বিশেষ কিছু উল্লেখ করছি ।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যের Gross State Domestic Product (GSDP) 12.46 শতাংশ বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে।

- এর ফলে GSDP এর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

- নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে সারা দেশের মধ্যে Front Runner রাজ্য হিসাবে উন্নীত হয়েছে।

১) কৃষি ঃ

- ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক, যা রাজ্যের GSDP-তে ৩৬ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখছে।

- গত আর্থিক বছরে কৃষকদের সহায়তা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

- Mukhyamantri Integrated Crop Management এই কর্মসূচিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে ৯২ হাজার ৫৮৮ হেক্টর এলাকা ধান চাষের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

- ২০ হাজার ১৬১ হেক্টর এলাকা জৈবচাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে প্রথমবারের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ চালু করা হয়েছে।

- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকদের মধ্যে ১১ হাজার ৪৪৪-টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০২৪ সালের আগস্টের বিধ্বংসী বন্যায় ২ লক্ষ ১৩ হাজারেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ১০৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার ত্রাণ হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে ।

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কৃষকদের মধ্যে চলতি আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ২০১ কোটি টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

- কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

- ‘প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা’ যোজনায় ২৫ হাজার কৃষক নথিবদ্ধ হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার পরিপূরক হিসাবে ২০২০-২১ সালে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় এই পর্যন্ত ৩২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সহায়তা ও সাবসিডি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

- ৩৬ হাজার ৬৬১টি Soil Health Card বিতরণ করা হয়েছে।

- ধলাই জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র Best Zonal Krishi Vigyan Kendra Award - 2025 পেয়েছে।

- ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে কৃষি এবং উদ্যান ক্ষেত্রে ত্রিপুরা Award of Excellence পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

২) উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ ঃ

- রাজ্যের হর্টিকালচার সেক্টরে ২০২৪-২৫ সালে ১ হাজার ৭৩ হেক্টর নতুন এলাকা ফল ও বাগিচা ফসল চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- রাজ্যের ২ হাজার ৮ হেক্টর এলাকায় Palm Oil চাষ হচ্ছে এবং এর ফলে ১,৯৯১ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছেন।

৩) **প্রাণী সম্পদ বিকাশ ঃ**

- গত কয়েক বছরে রাজ্যে দুধ, মাংস ও ডিমের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩১০ টন দুধ, ৫৯ হাজার ৭০০ টন মাংস এবং প্রায় ৩৬ কোটি ডিমের উৎপাদন হয়েছে।

- ২০২৫ সালে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর Sexed Semen দ্বারা Artificial Insemination করার জন্য Centre for Innovations in Public Systems (CIPS) পুরস্কার পেয়েছে।

- Per Capita ডিমের উপলব্ধতায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

- Per Capita দুধ ও মাংসের উপলব্ধতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজ্য।

৪) **মৎস্য চাষ ঃ**

- মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৮৫ হাজার ৮০০ মেট্রিকটন মাছ এবং ৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে, যা মাছের স্ব-নির্ভরতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যে মাছ রপ্তানিতে সহায়তা করছে।

- মাছ উৎপাদনে বর্তমানে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

- পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষে সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণের জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক সম্মানিত করে।

৫) **বন ঃ**

- গ্রামীণ জীবিকা এবং পরিবেশগত উন্নয়নে ও ভারসাম্য রক্ষায় রাজ্যে বৃহৎ পরিসরে বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০ হাজারেরও বেশি বনায়ন, বিশেষ করে ১ হাজার ৩৬০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ এবং রাস্তার পাশে ও নদীর পারে ৩৪৯ কিমি এলাকা জুড়ে লিনিয়ার প্ল্যানটেশন করা হয়েছে।

- ২০২১ সালে চালু হওয়া **Agar Wood Policy** রাজ্যে আগর শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।

- ধর্মনগরে নতুন আগর মার্কেট তৈরির কাজ চলছে এবং মূল সংযোজিত উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- Tripura Nature Trails and Resorts Limited - ডম্বুরের নতুন দ্বীপপুঞ্জে Eco- Tourism-কে প্রসারিত করছে।

- বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয়ে 'ELEMENT' (Enhancing landscape & Eco system Management) নামক প্রকল্প চলতি বছরের গত জানুয়ারি মাসে চালু করা হয় ।

- মূলত মহিলা ক্ষমতায়ন জীবিকা উন্নয়ন ও বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।

- ৮২১টি গ্রামকে এই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

৬) **খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ ঃ**

- গত বছর রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৩৩ হাজার ৩০৪ মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে।

- এর ফলে কৃষকদের ৭৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- **‘প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায়’** Priority Household এবং **‘অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায়’** রেশন কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে মোট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

- উদ্বাস্তু ব্রু-পরিবারদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সরকারের অন্যতম বিষয়।

- ৬ হাজার ৯০৫টি পরিবারের ২৪ হাজার ৮০৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ৩,৭৮১টি পরিবারকে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা এবং ১,৩৫৪টি পরিবারকে Priority Household এর আওতায় আনা হয়েছে।

- অবশিষ্টদের **‘অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ব্রু-পুনর্বাসন প্রকল্পের’** অধীনে সহায়তা করা হচ্ছে।

- দুই বছর পর তাদেরকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় স্থানান্তরিত করা হবে।

৭) **শিল্প ও বাণিজ্য ঃ**

- **The Tripura Industrial Investment Policy (TIIP)- ২০২৪** এবং **'জন বিশ্বাস অর্ডিন্যান্স-২০২৫'** এর মাধ্যমে রাজ্যে শিল্প প্রসারে এক বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

- Destination Tripura Business Conclave-2025-এ ১২০ জন বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছিলেন। ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৮৭টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২০২৫ সালে মে মাসে নয়াদিল্লীতে আয়োজিত Rising North-East Summit- এ রাজ্যে ১৫ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৬৪টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ৬৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) প্রকল্প ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিকে (MSME) শক্তিশালী করছে।

- আগরতলার হাঁপানিয়াতে **পিএম-একতা মল** নির্মানের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় শিল্পাঞ্চলগুলির উন্নয়ন পরিকাঠামো জোরদার হচ্ছে ।

- শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের কর হ্রাস এবং নতুন জমি বরাদ্দ নীতির মতো বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কার ত্রিপুরাকে শিল্পক্ষেত্রে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে।

- **‘LEADS-২০২৪’ এ ‘Fast Mover’ পুরস্কার এবং Ease of Doing Business-২০২২ এ ‘Top Achiever ’ রাজ্য হিসাবে জাতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে।**

৮) **শ্রম ঃ**

- শ্রমিকের সামগ্রিক কল্যাণ আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

- ২০টি নির্ধারিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি বর্ধিত করা হয়েছে।

- এর ফলে ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন।

- ‘নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প-২’-এ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরবর্তী সহায়তায় অর্থরাশি বৃদ্ধি করে **৪ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত করা হয়েছে।

- তাদের জন্য স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা এবং মাতৃত্বকালী ছুটির সংস্থানও রাখা হয়েছে।

- একটি নতুন উদ্যোগে নথিভুক্ত ৪২,৯৮১ পরিবারের শিশুদের পড়াশুনা বাবদ বার্ষিক ২ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

৯) **শিক্ষা ঃ**

- শিক্ষা রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মূল ভিত্তি। আমাদের সরকারের নেতৃত্বে সারা রাজ্যে শিক্ষার সমান সুযোগ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

- আমবাসা, কাকড়াবন এবং করবুকে তিনটি সরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে, যা আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে।

- শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৫০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীদের হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।

- TIT এবং নরসিংগড়ের National Law University- র জন্য নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

- রাজ্য সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার সশক্তিকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যেখানে মূলত Foundational Learning এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া **'মিশন মুকুল'**-এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ চলছে। যেখানে 'বাল-বাটিকা' চালু করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯ থেকে বেড়ে ২৩৬ হয়েছে।

- এর ফলে ১২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

- **'নিপুন ত্রিপুরা'** প্রকল্পের মাধ্যমে Activity based শিক্ষা প্রদানের জন্য ১০ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- 'বিদ্যাসেতু Module', NCERT-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

- প্রারম্ভিক শিশু পরিচর্যা এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী শিক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত ৫ বছরে ৫,০৮৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

- সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় পূর্ণসাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ।

- রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৯৫.৬ শতাংশ যা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে গর্বিত করে।

১০) নগরোন্নয়ন ঃ

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Urban), স্বচ্ছ ভারত মিশন (Urban), মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শহরগুলির বিকাশে কাজ চলছে।

- শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭০০ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

- কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

- রাজ্যে ১৯টি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে উন্নতি করা হচ্ছে।

- ৯.৪ million Liter per Day নিকাশী পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ৭১ million Liter per Day ক্ষমতাসম্পন্ন আরও কয়েকটির পরিকাঠামো বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে।

- গত ৫ বছরে '**মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে**' মোট ১,৫০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে।

- এর ফলে ২০টি নগর এলাকায় ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে এবং শহরী পরিকাঠামোকে শক্তিকরণ করেছে।

১১) স্মার্টসিটি মিশন ঃ

- স্মার্টসিটি মিশনে গতবছরে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির সম্পন্ন হওয়ায় আগরতলায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে।

- ৯৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ দশমিক ৩৩৫ কিমি দীর্ঘ লিচুবাগান থেকে নতুন বিমানবন্দর টার্মিন্যাল পর্যন্ত রাস্তার চার লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- আগরতলা গোলচক্কর এলাকায়, ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৮ million Liter per Day ক্ষমতাসম্পন্ন Sewerage Treatment Plant নির্মাণ করা হয়েছে, যা শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে উন্নত করছে।

- শহরকে প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশগত সম্পদকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে।

- ৩৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বাগান ও আশপাশ এলাকাগুলিকে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

- ৩২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এমবিবি কলেজ লেইকের পুর্নসংস্কার করা হয়েছে।

১২) **Tripura Urban Livelihood Mission (TULM)ঃ**

- শহরে বসবাসকারী মহিলা এবং দরিদ্র পরিবারগুলির অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

- TULM-এর অধীনে ১ হাজার ৩১০টি স্ব-সহায়ক দল গঠিত হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭টি।

- ৭৮টি Area Level Federation এবং দুটি City Level Federation গঠিত হয়েছে।

- মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের ঋণ, মূলধন এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা ক্যান্টিন, বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া পরিষেবা চালাতে পারে, এমনকি E-commerce Platform-ও যাতে তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করতে সক্ষম হয়।

- ৮৭৯টি গোষ্ঠীকে Revolving fund এবং স্ব-সহায়ক দলকে ৬০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- ‘সম্পূর্ণা’ ক্যান্টিন এবং প্রবীণদের সেবার জন্য ‘সেবাশ্রী’ উদ্যোগ শহরে চালু হয়েছে।

- পিএম স্ব-নিধি প্রকল্পের অধীনে ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা Working Capital হিসাবে প্রদান করা হয়েছে এবং ২,৩৭৭ জন Vendor ১১০ কোটি টাকার Digital ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

১৩) ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (TRLM) ঃ

- বর্তমানে রাজ্যের গ্রামীণ মহিলারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে ৫৩ হাজার ৬৯৪টি স্ব-সহায়ক দল গড়ে উঠেছে।

- এতে প্রায় ৪ লক্ষ ৮২ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছে। তাদেরকে ৭৭৯ কোটি টাকা কমিউনিটি ফান্ড হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে।

- এর মধ্যে ২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে।

- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ১,৬২২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

- বৈচিত্র্যময় জীবিকা নির্বাহ কর্মসূচির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮১ জন মহিলা **‘লাখপতি দিদি’** হয়ে উঠেছেন।

- দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় ১৭ হাজার ৬৮০ জন গ্রামীণ যুবক-যুবতী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে নথিবদ্ধ হয়েছে।

- এর মধ্যে ৯ হাজার ৩২৫ জন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন।

১৪) **কর এবং শুল্ক ঃ**

- রাজ্যে নতুন করদাতা এবং ‘Ease of Doing Business-এর’ প্রসারে রাজ্যের জেলাগুলিতে GST সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক নথি যাচাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষায় সুবিধা প্রদান করছে।

১৫) পরিবহন ঃ

- সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

- ইলেকট্রিক পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। শীঘ্রই বৈদ্যুতিক ট্রেনে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে।

- **‘অমৃত ভারত স্টেশন’** প্রকল্পে রাজ্যের প্রধান ৪টি রেল স্টেশন যথাক্রমে, আগরতলা, ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুরের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে।

- গন্ডাতুইসা, জোলাইবাড়ি, মনুবাজার, জিরানীয়া ও মেলাঘরে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে।

- সাব্রুমে ১টি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।

- উদয়পুরের রাজারবাগে “Bus Port” নির্মানের কাজ চলছে ।

- ‘The Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme 2025` এ দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় প্রথম ৭ দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চিকিৎসা বাবদ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

১৬) রাস্তা এবং জাতীয় সড়ক ঃ

- National Highway Development - এর উদ্যোগে ৪৫০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় সড়কের ৮.৫২ কিমি Critical রাস্তার উন্নতি করা হয়েছে।

- ২৫.৪ কিমি দীর্ঘ আমতলী কুঁড়ি পুকুর থেকে লেম্বুছড়া পর্যন্ত ওয়েস্টার্ণ বাইপাস সড়ককে চারলেনে রূপান্তর করা হচ্ছে।

- আগরতলা থেকে উদয়পুর এবং চুরাইবাড়ি সংযোগকারী করিডোরের জন্য বেশ কয়েকটি Detail Project Report প্রস্তুত করা হচ্ছে।

- রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে আগামী বছরে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে।

- **‘প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়’** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭১.৪ কিমি গ্রামীণ রাস্তা এবং ২টি দীর্ঘ সেতু নির্মিত হয়েছে।

- চলতি অর্থবছরে আরও ৩৮.৫ কিমি সড়ক এবং ১টি সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- **'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়'** -এর বিভিন্ন পর্যায়ে Full Depth Reclamation Technology- প্রয়োগের মাধ্যমে ২৩৬.৩ কিমি দৈর্ঘ্য ২৫টি রাস্তার উন্নীত করা হচ্ছে।

১৭) বিদ্যুৎ :

- রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থায়ণে 'Tripura Power Distribution Strengthening and Generation Efficiency Project" এর অধীনে ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা পেয়েছে, যার মধ্যে বিতরণ ক্ষেত্রের ৮৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

- Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) প্রকল্পের অধীনে ৮০৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

- **শক্তিশালী বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ১ হাজার ৮০০** কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে **'North Eastern Regional Power System Improvement Project (NERPSIP)** রূপায়ণ করা **হচ্ছে,** যা এখন **শেষের** পথে।

- PM-JANMAN প্রকল্পের অধীনে ১১ হাজার ৬৯২ রিয়াং পরিবারের মধ্যে বিদ্যুতায়ন সফলতার সাথে সম্পন্ন **হয়েছে।**

- **'পি-এম সূর্য ঘর মুফত বিজলী'** যোজনায় ৫৩৪টি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে।

- **বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর** 'National Energy Conservation' **পুরস্কার পেয়েছে।**

১৮) পুনর্নবীকরণ শক্তি ঃ

- রাজ্যে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে 'পিএম কুসুম প্রকল্পে' সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

- ৫ হাজার ২৭৭টি নতুন সৌর পাম্প বসানো হয়েছে।

- বর্তমান ৪৫০টি গ্রিড সংযুক্ত কৃষি পাম্পকে সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত করা হচ্ছে।

- জনজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে PM-Devine এবং PM-JANMAN কর্মসূচিতে সোলার মাইক্রো গ্রীড পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে।

- PM- Devine প্রকল্পে ১ হাজার ৭৬৭ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- এর মাধ্যমে ৫ হাজার ৪৬৫ টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে।

- পিএম জনমন প্রকল্পে ৪৭ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬৩টি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে।

১৯) পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি ঃ

- জল জীবন মিশনের অভূতপূর্ব সফলতার জন্য রাজ্যব্যাপী স্বচ্ছ পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

- ২০১৯ সালে যেখানে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ট্যাপের মাধ্যমে কেবলমাত্র ৩.২৬ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল ।

- বর্তমানে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে।

- শতকরা হার প্রায় ৮৬.১১ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া।

- বর্তমানে রাজ্যের ৯৭.৪৯% বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। উদ্ভাবনী প্রকল্পে স্থানীয় ঝর্ণাগুলি ব্যবহার করে পাহাড়ী এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

- এখন পর্যন্ত ৩৪৮টি এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, আরও ১৯৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

- জলের গুণগত মান পরীক্ষা কর্মসূচি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসাবে ২ হাজার ৫২৭টি Deep Tubewell এবং ১ হাজার ১৮৫টি আয়রণমুক্ত প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে ৭৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭৫৭টিকে **শৌচমুক্ত প্লাস মডেল গ্রাম** হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২০) স্বাস্থ্য ঃ

- ত্রিপুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

- ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে এম.বি.বি.এসের আসন সংখ্যা বেড়ে ১৫০ হয়েছে।

- স্নাতকোত্তর কোর্সে রাজ্যে আসন সংখ্যা ৮৫টি। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ১০ টি আসন রয়েছে।

- গরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে ১৩টি আসন বাড়ানো হয়েছে, এর ফলে বর্তমানে আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৩ হয়েছে।

- মেডিক্যাল কলেজে ফ্যাকাল্টি এবং মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

- রাজ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুবিধা চালু করতে MoU স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে নতুন ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিলোনীয়ায় মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে।

- আগরতলার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ৩টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে।

- নেশায় আসক্তদের জন্য সিপাহীজলায় সুসংহত পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। খোয়াই ও সিপাহীজলায় নতুন করে জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

- সম্প্রতি টিপিএসসি’র পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৬ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (অ্যালোপ্যাথি) গ্রেড-৪ পদে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৪৫ জন Specialists Medical Officer-এর নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

- ২ জন Super Specialists-এর নিযুক্তিকরণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং নার্সিং-এর বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

- ইতিমধ্যে ৩৬৮ জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ৩০৮ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবারের মোট ১৬ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩৮ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

- ‘চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩’ প্রকল্পে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৮৭ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রেও সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

- TB মুক্ত ভারত অভিযানের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে ২০২৫ জাতীয়স্তরে সালে ত্রিপুরা পুরষ্কৃত হয়েছে ।

- এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য শাখা পরিচালিত TB মুক্ত কর্মসূচিতে ৪০ লক্ষ নাগরিকদের মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ ছিলেন তাদের পরীক্ষা নীরিক্ষার সফলতায় জাতীয়স্তরের সম্মেলনে প্রশংসিত হয়েছে।

২১) যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া :

- রাজ্যের উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হল যুবশক্তির ক্ষমতায়ন।

- খেলার মাঠে উন্নতিকরণ, মাল্টিপারপাস হল, ওপেন জিম এবং সিন্থেটিক টার্ফ, ট্র্যাকের সুবিধা রাজ্যের সফল জেলাগুলিতে স্থাপন করা হচ্ছে।

- রাজ্যে ‘সকলের জন্য ক্রীড়া’ নীতি চালু হয়েছে।

- পরিকাঠামো উন্নয়ন হিসাবে রাজ্যে মোট ৮টি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মিত হয়েছে। একটি নির্মাণের কাজ চলছে।

- এছাড়াও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে তিনটি এবং ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আরও একটি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি যেমন- রক্তদান উৎসব, **বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ** এবং ইয়ুথ পার্লামেন্ট কর্মসূচিতে রাজ্যের যুব সমাজকে যুক্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- জাতীয় যুব উৎসবে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক দল তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

২২) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ঃ

- বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- ১৭২টি স্কুলের Department of Bio-Technology’s Natural Resources Awareness (DNA) ক্লাবের ১৭ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী জৈব প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রচারে অংশ নিচ্ছে।

- বায়োটেক উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করতে আই.বি.এস.ডি-এর সহায়তায় ‘ত্রিপুরা বায়ো-রিসোর্স রিসার্চ সেন্টার’ স্থাপন করা হচ্ছে।

- ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার Hydrology, Forestry, Disaster Management এবং শহরের ম্যাপিং প্রজেক্ট পরিকল্পনায় সহায়তা করছে।

২৩) তথ্য ও সংস্কৃতি ঃ

- ২০২৫ সালে নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রদর্শিত ট্যাবলুতে চতুর্দশ দেবতার পূজাকে তুলে ধরা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় পুরস্কারে রাজ্য ভূষিত হয়েছে।

২৪) তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর ঃ

- তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর Beneficiary Management System এর জন্য National Digital Transformation Award 2024 লাভ করেছে।

- ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য Economics Times -এর পক্ষ থেকে Government DigiTech Gold Medal Award-2025 লাভ করেছে।

২৫) দক্ষতা উন্নয়ন ঃ

- সাইবার নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ত্রিপুরা দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে National Skill Development Corporation (NSDC) দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

- উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রযুক্তির প্রসারে রাজ্যের ভূমিকার জন্য ICAR-IARI স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

২৬) অর্থ এবং ইনস্টিটিউশন্যাল ফিন্যান্স ঃ

- আমাদের সরকার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

- কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক আমাদের রাজ্যেও চিহ্নিত CSS স্কীমের জন্য SNA SPARSH চালু হয়।

- প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

- ২ লক্ষ ৯২ হাজার বেনিফিসারিকে মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে ২ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প যেমন, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনায় সুবিধা প্রদানের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ নাগরিককে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২৭) পর্যটন ঃ

- পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- 'স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে' ছবিমুড়ায় ১০টি নতুন লগ-হাট নির্মিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্যে লগ হাটের সংখ্যা ৫১টি।

- ধর্মীয় পর্যটনকে উন্নত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের '**প্রসাদ প্রকল্পে**' ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ শেষের পথে।

- **'স্বদেশ দর্শন-২'** প্রকল্পে জিরানীয়ায় এস. এন. কলোনীতে "Heritage Village and Sangeet Experience " স্থাপনের জন্য ৪৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী হয়েছে।

- উদয়পুরের বনদোয়ারে ৫১ শক্তিপীঠের রেপ্লিকা নির্মাণের জন্য ৯৭ কোটি টাকা মঞ্জুরী হয়েছে এবং গত জুলাই মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ১৭৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কসবা কালিবাড়ি, চতুর্দশ দেবতাবাড়ি, কৈলাশহরের সোনামুখী, ছবিমুড়া, অমরসাগর এবং ফটিক সাগরের উন্নয়নের কাজ চলছে।

- কেরালা এবং কাশ্মীরের অনুকরণে ডম্বুর লেকে হাউস বোট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘিতে জলক্রীড়ার সুযোগ চালু করা হয়েছে।

- পুষ্পবন্ত প্যালেসে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হোটেল তৈরির জন্য এবছরের মে মাসে তাজ গ্রুপের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- Small Industries Development Bank of India (SIDBI) এর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অধীনে শচীন্দ্রনগরে একটি Integrated theme Amusement Park -এর জন্য ১২০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- লুধুয়ায় Tea Tourism -এর উন্নতি, মোহনপুরে Adventure Park এবং জম্পুই হিলে একটি বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।

২৮) ল্যান্ড রেকডর্স এবং সেটেলমেন্ট ঃ

- ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার রুলস, ২০২৫ প্রবর্তন এবং **'স্বাগত প্ল্যাটফর্মের'** সাথে যুক্ত অনলাইন Change of Land Use (CLU) Single Window Portal চালুর ফলে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।

- রাজ্যে সফলভাবে ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) তৈরি করা হয়েছে।

- এই জন্য ২০২৫ সালের পূর্ণরাজ্য দিবসের ২০২৫ অনুষ্ঠানে "Chief Minister Civil Service" পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

- National Generic Documents Registration System (NGDRS) এর মাধ্যমে অনলাইন সম্পত্তি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়েছে।

- নিবন্ধনের পর ভূমি রেকর্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট এবং ডিজিটালি বিবরণ জমা দেওয়া ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুযোগ প্রদান করেছে।

- এর ফলে নির্ভুল, দ্রুত মিউটেশন প্রক্রিয়া এবং জমি বিবাদ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ঐতিহাসিক ভূমি বন্দোবস্ত রেকর্ড ডিজিটালাইজ হচ্ছে, যা স্বচ্ছতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

- ভূমি রেকর্ডের আধুনিকীকরণের সফল উদ্যোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক রাজ্যের অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ১০৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক কেন্দ্রীক পরিসেবার ত্রিপুরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

২৯) কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা ঃ

- রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ডাই-ইন-হারনেস সহ মোট ১৯ হাজার ৭৬৫ জনকে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

- যুবশক্তির ক্ষমতায়নে ২৩টি চাকুরী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৩,৮২৩ জন চাকুরী প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

- ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-এ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে।

- **'অগ্নিবীর'** প্রকল্পে ৫৩টি সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে রাজ্যের ৭ হাজার ৭০০ জন যুবকযুবতী অংশগ্রহণ করে।

৩০) আইন ও সংসদ বিষয়ক ঃ

- রাজ্যের বিচার ও আইনি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

- খোয়াই কোর্ট বিল্ডিংয়ের সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধর্মনগর, উদয়পুর এবং সাব্রুমে নয়টি বিচার বিভাগীয়দের নতুন কোয়ার্টার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- এগারোটি নতুন রাজ্য আইন কার্যকর করা হয়েছে।

- ২ হাজার ১০০-টিরও বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার নাগরিকের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

- ৬ হাজার ২২০ জনকে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠিত চারটি জাতীয় লোক আদালতের মাধ্যমে ৪২ হাজারেরও এরও বেশি মামলার সমাধান হয়েছে।

৩১) গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) ঃ

- ২০২৪ সালে সাতটি জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার লাভ করে ত্রিপুরা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, যা ২.৫ লক্ষ গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার মধ্যে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

- ১১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে **‘মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পে’** প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য ৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

- স্যানিটেশন, পানীয় জল এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর জন্য ১৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অধীনে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- **‘আমার সরকার’** পোর্টালের মাধ্যমে গ্রামীণ ২৫ হাজারেরও বেশি অভিযোগের ৯১ শতাংশের সমাধান করেছে।

- ত্রিপুরা পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্সের জন্য জাতীয় পাইলট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল, যেখানে ৪২টি পঞ্চায়েত ‘এ’ গ্রেড অর্জন করেছে এবং বিকেন্দ্রীকরণ সূচকে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে।

- রাজ্যে এমজিএমএন রেগায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১১০৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রম দিবসের অনুমোদন করেছে।

- জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২২ হাজার ৫৭৪টি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫১ কোটি টাকা।

- পিএম জনমন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত আরও ৮ হাজার ২০৯টি ঘরের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

- সম্পূর্ণতা অভিযান কর্মসূচিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই ত্রিপুরা ৬টি মূল বিষয়ে ১০০ শতাংশ সফলতা অর্জন করেছে।

- গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (TRLM) জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ক) 7X7 Policy Loan Model Award (2024)

খ) Bank Sakhi Financial Inclusion Model Award (2025)

গ) ধলাই জেলা National SHG Federation Award (2024)

ঘ) দক্ষিণ ত্রিপুরা Regional Award for Cooperative Women Federations (2024)

ঙ) Day- NRLM GPP Ranking Award **.**

- ত্রিপুরার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা জাতীয়স্তরে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

ক) **নানাজী দেশমুখ ন্যাশনাল জিপিপি র‍্যাঙ্ককিং-এ** গোমতী জেলা এবং অম্পিনগর ব্লক শীর্ষ স্থান লাভ করেছে।

খ) খোয়াই জেলা পঞ্চায়েত **‘গ্রাম উন্নয়ন বন্ধু’** বিশেষ জিপিপি পুরষ্কার পেয়েছে।

গ) রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য National Panchayat Raj System Recognition পেয়েছে।

- **দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরষ্কার, মহিলা বান্ধব** পঞ্চায়েত ক্যাটাগরীতে প্রথম হয়েছেন দক্ষিণ মনুবনকুল ভিলেজ কমিটি, রূপাইছড়ি।

- দারিদ্র মুক্ত পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কুমারঘাট। শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় অমরপুরের রাজকাং ভিলেজ কমিটি।

- সারা দেশের মধ্যে গোমতী জেলা **নানাজী দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশে** শ্রেষ্ঠ জেলার **পুরষ্কার** পেয়েছে।

- এই ক্যাটাগরিতে অমরপুর ব্লক দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্লক হিসাবে পুরষ্কার লাভ করেছে।

- অমরপুর ব্লকের থাকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত **গ্রাম উর্জা স্বরাজ বিশেষ পুরষ্কার** ।

- ক্যাটাগরীতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতের পুরষ্কার লাভ করেছে। এই পুরষ্কারের অর্থমূল্য ১০ কোটি টাকা।

- জিরানীয়া ব্লকের পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২৪-২৫ সালে **ন্যাশনাল ই-গর্ভনেন্স পুরষ্কার** লাভ করেছে।

- **সুশাসনের জন্য ত্রিপুরা ধলাই জেলা** Best Government Employee Award

- **সম্পূর্ণতা অভিযানে নীতি আয়োগের** ‘Award of Appreciation`,

- **গোমতী জেলা এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লকক**ে Prime Ministers Awards for Excellence to Public Administration **পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।**

৩২) তপশিলি জাতি ঃ

- ৩১ হাজারেরও বেশি এসসি শিক্ষার্থী প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক বৃত্তি পাচ্ছে। বোর্ডিং স্টাইপেন্ড, কোচিং এবং ৫০ হাজার এককালীন প্রদানের মাধ্যমে পেশাদার কোর্স করতে সহায়তা করা হচ্ছে।

- হাঁস-মুরগি, শূকর এবং মৌমাছি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ১,৯১৫ জন সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছেছে এবং ১৮০ জন এসসি যুবককে ড্রাইভিং এবং মোবাইল মেরামতের মতো ব্যবসায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩৩) ওবিসি কল্যাণ ঃ

- ২০২৪-২৫ সময়কালে, ত্রিপুরা ওবিসি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড ওবিসি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

- শিক্ষা, ব্যবসা ও পরিবহণের জন্য ৯৬ জন সুবিধাভোগীকে মোট প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

- বৃত্তি উদ্যোগের আওতায় ২৪ হাজার ৩টি প্রাক-ম্যাট্রিক এবং ২১ হাজার ৮৬টি পোস্ট-ম্যাট্রিক আবেদন পাওয়া গেছে, যার অর্থ ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে বিতরণ নির্ধারিত রয়েছে।

৩৪) জনজাতি কল্যাণ ঃ

- রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামগ্রিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একযোগে কাজ করছে।

- জনজাতিদের উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের বাজেটেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

- অনেকগুলি Externally Aided Project রয়েছে যার অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

- এই সব প্রকল্পে শুধু পরিকাঠামো উন্নতি হচ্ছে তাই নয়, জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনেক সুযোগ ঘটছে।

- ২০১৮ সালের পূর্বে রাজ্যে মোট ৪ টি একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল ছিল।

- ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আরো ১৭টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করে ।

- এর ফলে মোট ৮,১৬০ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রী সরাসরি পড়াশুনার সুযোগ পাবে।

- জনজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২রা অক্টোবর, ২০২৪ **ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান** নামে একটি নতুন প্রকল্পের সুচনা করেন।

- এই প্রকল্পের অধিনে ত্রিপুরার ৫২টি ব্লকের ৩৯২ টি গ্রামে বসবাসরত জনজাতিদের জন্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

- ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন কৃষি, বাগিচা, পশুপালন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

- জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP)" লোন এগ্রিমেন্ট ২০ মার্চ, ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়।

- রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের জন্য সামাজিক ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

- মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় ৯ হাজার ৩২৬ জন জনজাতি সুবিধাভোগীকে সহায়তা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

- শুধুমাত্র জনজাতি অংশের জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম তদারকির জন্য জেলা ও মহকুমারস্তরে একজন করে আধিকারিককে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- প্রতিটি জেলায় টিসিএস পদ মর্যদার ডিস্ট্রিক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং প্রতিটি মহকুমায় একজন করে সাবডিভিশনাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন যারা শুধুমাত্র জনজাতি জনগোষ্ঠির জন্য পরিকল্পিত প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন।

- জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-ম্যাট্রিক বৃত্তি (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী) ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে।

- শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ সালেই ১ লক্ষ ৬ হাজারেরও বেশি জনজাতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, পাঠ্যপুস্তক এবং হোস্টেল বৃত্তি পাওয়ার ফলে উপকৃত হয়েছে।

- বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় ১ হাজার ৩১৬টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হয়েছে।

- **মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনে** ২৩,১৬০ হেক্টর এলাকায় ২৯,৭৫৬ টি পরিবারকে সহায়তা করেছে।

- এবারের বাজেটে মেধাবী জনজাতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য **মুখ্যমন্ত্রীর জনজাতি উন্নয়ন মিশনের** অধীনে **সুপার-১০০ প্রোগ্রাম চালু করা হবে।**

- সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে, এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে।

- এবারের বাজেটের প্রতি পাতায় বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুপালন, জনজাতি কল্যাণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কোন না কোনভাবে জনজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩৫) সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা ঃ

- The Tripura State Policy for Empowerment of Persons with Disabilities ২০২৪ সালে চালু করা হয়। এর মাধ্যমে দিব্যাঙ্গজনদের সুযোগ, চাকুরীক্ষেত্রে সংরক্ষণ, সহায়ক পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

- PM জনমন প্রকল্পে জনজাতি এলাকায় ৮৮টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

- ২৪ X ৭ Childline নম্বর ১০৯৮ চালু করা হয়েছে।

- Sponsorship & Foster care Scheme - এ ৩৯০৭ জন শিশুকে মোট ১০কোটি ৮ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- বয়স্ক নাগরিক, কন্যা সন্তান এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মোট ৮২৬ কোটি টাকা সামাজিক ভাতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩ লক্ষ ৯০ হাজার সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।

- মহিলা কল্যাণেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওয়ানস্টপ কেয়ার, ওমেন হেল্পলাইন নম্বর - ১৮১

- ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্মরত মহিলাদের জন্য ১০টি হোস্টেল নির্মাণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় রাজ্যের ৪৮ হাজার মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

- বয়স্ক নাগরিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর 14567 বর্তমানে চালু হয়েছে।

৩৬) আইন শৃঙ্খলা ঃ

- রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ নিরন্তর কাজ করছে। এর ফলে সামগ্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ।

- রাজ্যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সামগ্রিক অপরাধের হার ১১০টি মামলা, যেখানে জাতীয় গড় ৪২২টি মামলা।

- **মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে** ত্রিপুরা ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে অষ্টম স্থানে রয়েছে ।

- প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় **মহিলাদের বিরুদ্ধে** অপরাধের হার ৩৭টি মামলা। সেখানে জাতীয় গড় ৬৬টি মামলা ।

- ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সামগ্রিক অপরাধ ১৯.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ।

- ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম ৫ মাসে সামগ্রিক অপরাধের হার পুনরায় আরও ১২.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ।

- মহিলা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিটি থানায় ২৪ X ৭ মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু রয়েছে।

- মহিলাদের সুরক্ষায় ১০৯১ মহিলা হেল্প লাইন চালু রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট ৯ টি মহিলা থানা রয়েছে।

- ২০২৪ সালে ত্রিপুরা পুলিশ ৯ হাজার ৭৩৫টি প্রয়াস কর্মসূচি আয়োজন করে এবং এইসব কর্মসূচিতে ২ লক্ষাধিক মানুষ অংশ নিয়েছেন।

- মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ ১০৬% বৃদ্ধি পেয়েছে ।

- মাদক ধ্বংসের পরিমানও এই সময়ে ১৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালে এই ধারা বজায় রাখতে রাজ্য পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিএসএফের পর প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন হিসেবে ত্রিপুরা পুলিশ সীমান্তে কড়া নজরদারি রাখছে।

- সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের পাশাপাশি দালালদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

- ২০২৪ সালে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ জনসচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি অপরাধের সাথে জড়িতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

- সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

- রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

৩৭) বাজেটে নতুন প্রকল্প ঃ

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে ৫টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো হল :-

  ✓ মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা,

✓ মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা,

✓ Chief Minister Scheme for Mentally Challenge Persons,

✓ মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা,

✓ Chief Minister Assistance for daughter/Son of Army/CRPF personnel

- **এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।**

- আমি রাজ্যের উন্নয়নের একটা রূপরেখা তুলে ধরেছি মাত্র। উন্নয়ন অন্তহীন।আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে, সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

- পরিশেষে, আমি সকলকে আবারও এই মহান দিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

- ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে।

- সকলের সমবেত উদ্যোগ এবং আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর স্বপ্ন পূরণে আসুন আমরা সকলে এগিয়ে আসি।

- উন্নত ভারত গড়ার যে সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে আসুন তাকে আমরা বাস্তবায়িত করি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুন্দর সমৃদ্ধশালী করে তুলি।

- আবারও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি।

সকলকে নমস্কার,
যত-ন খুলুমখা
জয়হিন্দ